যুগান্তর

তারিখ 18 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ অনিশ্চিত!

শাফিউল ইসলাম

দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষা 'শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা'র ফলাফল প্রকাশে অনিশ্চিয়তা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অপর তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্যের মধ্যে দু'জন সদস্যই নেই। ফলে পরীক্ষার ফলাফল কবে প্রকাশ হবে তা কেউ বলতে পারছে না। তবে নির্বাহী বোর্ডের সদস্য প্রফেসর ড. গাজী মোঃ আহসানুল কবীর বলেন, পরীক্ষার ফলাফল তৈরি হয়ে আছে। যে কোন দিন প্রকাশ হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার জন্য নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর দরকার। এছাড়াও নির্বাহী বোর্ডের সদস্যের (মূল্যায়ন/পরীক্ষা প্রত্যয়ন) স্বাক্ষর লাগবে। কিন্তু নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান) অবসরে গেছেন। এছাড়াও সার্বক্ষণিক সদস্য (মূল্যায়ন/পরীক্ষা প্রত্যয়ন) ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানও নেই। অপর একজন নির্বাহী সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন) মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব তিনিও প্রশিক্ষণে চলে গেছেন। এখন শুধু শিক্ষা তত্ত্ব/শিক্ষা মান সম্পর্কিত সদস্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান রয়েছেন। সার্বক্ষণিক এই একজন সদস্যের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই বলে সূত্র জানায়।

উল্লেখ্য, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার আইন পাস করার মাধ্যমে 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' নামে পিএসসির মতো একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করে। গত বছর মার্চ মাস থেকে কার্যকর হলেও এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী বোর্ড ও একজন সচিব নিয়োগ ছাড়া আজও কোন কাঠামো গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রাথমিকভাবে প্রথমবারের মতো ঢাকা বোর্ডের অধীনে সারাদেশে গত বছর ২৫ ও ২৬ নভেম্বর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সূত্র জানায়, পরীক্ষা গ্রহণের একমাসের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়ে এখন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সূত্র জানায়, কলেজ ও স্কুল- এই দুটি স্তরে মোট ৭৬ হাজার ৯০ জন নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে আবশ্যিক বিষয়ে ৫৯ হাজার ৬৭৮ এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে ৫৮ হাজার ৭৪৯ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। জানা যায়, বিভিন্ন বিষয়ে মাদ্রাসা ও কলেজের প্রভাষক পদের জন্য ৩৩ হাজার ৪৩৮ এবং স্কুল পর্যায়ের সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ২৫ হাজার ৩১১ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে স্কুল পর্যায়ে সহকারী শিক্ষক পদে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় অংশ নেন ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে। এর সংখ্যা ৬ হাজার ৫২৮ জন। কলেজের প্রভাষক পদে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় অংশ নেন। এর সংখ্যা ৪ হাজার ১১৬ জন। এছাড়াও কলেজে প্রভাষক পদে গণিত বিষয়ে ১ হাজার ৬২৪, ইংরেজি বিষয়ে ১ হাজার ৫২৮, পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ১ হাজার ১৪৭, রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগে ১ হাজার ৩৭০, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ে ১ হাজার ৫৩২, প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে ১ হাজার ৪৯২ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। অপরদিকে, স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে অংক বিষয়ের জন্য ২ হাজার ৩৪, ইংরেজি বিষয়ে মাত্র ৮০৫, পদার্থ বিজ্ঞানে ২৩৬, রসায়ন বিদ্যায় ২৫২, প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে ৬৯২, উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে ১ হাজার ৬৬৩ এবং ভূগোল বিষয়ে ৭৪২ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, শিক্ষক নিবন্ধন আইন পাস হওয়ার পর প্রায় এক বছর যাবৎ শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় বর্তমানে সারাদেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ২০ হাজার পদ খালি রয়েছে।

কবে ফলাফল প্রকাশ করা হবে- জানতে চাইলে বর্তমানে নির্বাহী বোর্ডের একমাত্র সদস্য প্রফেসর গাজী আহসানুল কবীর যুগান্তরকে বলেন, নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান নেই। তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্যের দু'জনই নেই। এসব কারণেই ফলাফল প্রকাশে দেরি হচ্ছে। তবে তিনি বলেন, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা চলছে। সূত্র জানায়, বিধি অনুযায়ী নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগের আগে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা যাবে না।

উল্লেখ্য, পরীক্ষায় পাস করার জন্য ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একটি সনদ দেয়া হবে। যার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। এই সনদপ্রাপ্তরাই যে কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।